তারিখ 6 MAY 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

সংবাদ

এসএসসিতে ভালো ফল অর্জনকারীদের

ভালোমানের কলেজে ভর্তি নিশ্চিত করতে আসন সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত

আসন স্বল্পতা নেই

রাকিব উদ্দিন

এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের কলেজে ভর্তিতে আসন স্বল্পতা নেই। এবার সারাদেশের কলেজে সাত লাখের বেশি আসন ফাঁকা থাকবে। তবে দেশে প্রতিষ্ঠিত বা অপেক্ষাকৃত ভালোমানের কলেজ কম থাকায় ভালো ফল করেও অনেকেই ভালোমানের কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে না। ভালো ফল অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের ভালোমানের কলেজে ভর্তি নিশ্চিত করতে এবার বাণিজ্যনির্ভর, অখ্যাত ও নামীদামি কলেজের আসন সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড। এতে করে শিক্ষা ব্যবসায়ীদের পরিচালিত কলেজের আসন কমতে পারে এবং পর্যাপ্ত অবকাঠামো সুবিধাসম্পন্ন কলেজের আসন বাড়ানো হতে পারে। এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অবকাঠামো সুবিধাসম্পন্ন কলেজগুলোতে আসন বৃদ্ধি করা হতে পারে।

এ ব্যাপারে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাবকমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মাহবুবুর রহমান সংবাদকে বলেন, 'গত বছর প্রায় সাত লাখ আসন খালি ছিল। এবার এই সংখ্যা আরও বাড়বে। কারণ গত বছরের চেয়ে এবার উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে।'

পাসের হার হ্রাস ও জিপিএ-৫ এবার কমে যাওয়ায় ভর্তি প্রতিযোগিতাও তীব্র হবে জানিয়ে তিনি বলেন, 'বিশেষ কলেজ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত কলেজের সংখ্যা খুবই কম। সবাই ভালো কলেজে ভর্তি হতে চাই, এটাই স্বাভাবিক। তবে গ্রামাঞ্চলে ভালোমানের কলেজ কম। এজন্য শিক্ষার্থীরা শহরমুখী হয়। কিন্তু গত বছর ঢাকায়ও বিপুল সংখ্যক আসন খালি ছিল।'

আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গত বছর সারাদেশের অনুমোদিত কলেজে প্রায় ছয় লাখ ৬৪ হাজার আসন শূন্য ছিল। ২০১৫ সালে ৯টি শিক্ষা বোর্ডের ৫৬টি কলেজে কোন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি, এবং প্রায় দেড়'শ কলেজে দুই থেকে সর্বোচ্চ ৩০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। ২০১৬ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় তিন শতাধিক। এর মধ্যে কোন শিক্ষার্থী ভর্তি না হওয়ায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ৭৯টিসহ সারাদেশের শতাধিক কলেজ বন্ধ করে দিয়েছে শিক্ষা বোর্ড।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি করে বর্তমানে ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে এমন কলেজ রয়েছে প্রায় চার হাজার ছয়শটি। এসব কলেজে ভর্তিযোগ্য আসন রয়েছে ১৯ লাখ ৭০ হাজারের বেশি।

কিন্তু ৪ মে প্রকাশিত ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ১১ লাখ ৫৫ হাজার ৬৮ জন শিক্ষার্থী। আর মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডসহ সকল বোর্ডে এবার ভালোমানের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

ভালোমানের : কলেজে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উত্তীর্ণ হয়েছে মোট ১৪ লাখ ৩১ হাজার ৭২২ জন শিক্ষার্থী, গত বছর এই সংখ্যা ছিল ১৪ লাখ ৫২ হাজার ৬০৫ জন। অর্থাৎ গত বছরের চেয়ে এবার ২০ হাজার ৮৮৩ জন শিক্ষার্থী কম উত্তীর্ণ হয়েছে। এ হিসেবে এবার সাত লাখের বেশি আসন ফাঁকা থাকবে।

এছাড়াও এবার ১০টি বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে এক লাখ চার হাজার ৭৬১ জন শিক্ষার্থী, গত বছর এই সংখ্যা ছিল এক লাখ ৯ হাজার ৭৬১ জন।

কলেজে ভর্তির ব্যাপারে জানতে চাইলে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন গতকাল সংবাদকে বলেন, 'এই রকম কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ কোন শিক্ষার্থী না পাওয়ায় এ বছর ঢাকা বোর্ডের ৭৯টি কলেজের অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে। একই কারণে অন্যান্য বোর্ডেরও ২০/২৫টি কলেজের স্বীকৃতি বাতিল করা হয়েছে।'

যেসব শিক্ষার্থী তুলনামূলক ভালো ফল করেছে, তাদের ভর্তি অপেক্ষাকৃত ভালো কলেজে নিশ্চিত করতে এবার ভালো-মন্দ ও মাঝারি মানের কলেজের আসন সমন্বয় করা হবে বলে জানিয়েছেন কলেজ পরিদর্শক।

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্বেগ

আসন স্বল্পতা না থাকলেও একাদশ শ্রেণীতে কোথায় ভর্তি হবে- এ নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় আছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। রাজধানীসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে পর্যাপ্ত সংখ্যক সরকারি-বেসরকারি কলেজ থাকলেও মানসম্মত কলেজের সংখ্যা খুবই সীমিত। আবার রাজধানীতে বাণিজ্যনির্ভর, অতি-পরিচিত কিছু কলেজ থাকলেও সেগুলো শিক্ষার্থীদের প্রথম পছন্দ নয়। এছাড়া আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণেও বাণিজ্যনির্ভর কলেজে অনেকের পক্ষেই ভর্তি হওয়ার সুযোগ হয় না।

এসব কারণে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরা কোথায় ভর্তি হবে এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, ঢাকায় ভালোমানের কলেজের মধ্যে রয়েছে নটরডেম, হলিক্রস, ঢাকা কলেজ, সিটি কলেজ, কমার্স কলেজ, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, তেজগাঁও কলেজ। আর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ বেশ কিছু খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলোতে নিজস্ব শিক্ষার্থী ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এসব কলেজে সীমিত সংখ্যক বাইরের শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পায়।

এছাড়া অন্যান্য ভালো কলেজের মধ্যে রাজউক উত্তরা স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রেজিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজসহ কিছু বিশেষায়িত ও মডেল কলেজ রয়েছে, যেগুলোতে পড়ালেখা অনেকটা ব্যয়বহুল। ফলে এসব কলেজে বিত্তবান পরিবারের সন্তানরাই ভর্তির সুযোগ বেশি পায়।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এবার এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া এক ছাত্রীর অভিভাবক জহিরুল ইসলাম বলেন, 'ভালো ফল পেয়ে উৎকণ্ঠা কমেছে। কিন্তু মেয়েকে কোথাও ভর্তি করবো তা নিয়ে ভেবে পাচ্ছি না। কারণ ঢাকায় মেয়েদের জন্য ভালোমানের সরকারি কলেজ নেই, যেখানে একাদশ শ্রেণী রয়েছে। আবার ভিকারুননিসায় খরচ অনেক বেশি।'

এদিকে আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হলেও সবাই কলেজে ভর্তি হয় না। গত বছর ১০টি শিক্ষা বোর্ডের প্রায় দেড় লাখ শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়নি।

এর আগে ২০১৫ সালে ১০টি শিক্ষা বোর্ড থেকে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল মোট ১২ লাখ ৮২ হাজার ৬১৮ জন শিক্ষার্থী।

কিন্তু ভর্তির জন্য অনলাইন ও এসএমএসে আবেদন করেছিল প্রায় ১১ লাখ ৪৯ হাজার শিক্ষার্থী। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির আবেদন করেনি বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের প্রায় এক লাখ ৩৩ হাজার শিক্ষার্থী।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ভালো কলেজ হওয়ার ক্ষেত্রে যে ক্রাইটেরিয়া থাকা দরকার তা দেশের সিংহভাগ কলেজে নেই। ভালো কলেজের জন্য দরকার প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক, ভালো ও নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক, দক্ষ প্রশাসন। ভালো প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিভাবকদের সচেতনতা ও শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধাও রাখা আবশ্যক।

এসব সুবিধা না থাকায় পর্যাপ্ত অবকাঠামো থাকা সত্ত্বেও অনেক কলেজ ভালো তালিকায় যেতে পারছে না। আবার স্থানীয় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণেও অনেক কলেজ ভালো পাঠদান করতে পারছে না। এছাড়াও শিক্ষক স্বল্পতার কারণে দেশের সরকারি কলেজগুলো নিয়মিত একাডেমিক কার্যক্রমই পরিচালনা করতে পারছে না।